ইউনিট ১

প্রাথমিক পরিচিতি ও পরিবেশ

ভূমিকা

বৃহত্তর ভূগোল পরিবারের একটি অন্যতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে বাণিজ্যিক ভূগোল। এটি একটি গতিশীল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিষয়। মাত্র এক শতক পূর্বেও বাণিজ্যিক ভূগোল এর বিষয়বস্তু হিসেবে কোন স্থান বা অঞ্চলের পণ্য দ্রব্যের আদান প্রদান সংশ্লিষ্ট আলোচনাই স্থান পেত। পরবর্তীতে এ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধির ফলে এর বিষয়বস্তু ও পরিধির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে এবং পরিব্যপ্ত হয়। তখন প্রত্যক্ষ করা হয় যে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য বা পণ্য দ্রব্যের আদান-প্রদানই নয়, মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা তথা সুন্দর জীবনযাপনের জন্যও বাণিজ্যিক ভূগোলের জ্ঞান অপরিহার্য। আর এ কারনেই বাণিজ্যিক ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলজ, বনজ, কৃষিজ বা খনিজ বিভিন্ন সম্পদের বিবরন প্রদান করে। এছাড়াও এগুলোর উৎপাদন, উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের বন্টন, ভোগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের কারন অনুসন্ধান করে এবং মানুষের এসব যাবতীয় ক্রিয়া কলাপের ওপর পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কেও আলোচনা করে।

উপরের কথাগুলো থেকে একথা আমাদের নিকট স্পষ্ট যে উ□চ *মাধ্যমিক পর্যায়ের বাণিজ্য শাখার ছাত্র*-ছাত্রী হিসেবে বাণিজ্যিক ভূগোল অধ্যয়ন করা এবং এ সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ।

এই ইউনিটে আপনারা বাণিজ্যিক ভূগোল কি, এর আওতা বা পরিধি কতটুকু এর আলোচ্য বিষয়বস্তু বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের গুরুত্ব এবং অংগে এর সম্পর্ক পরিবেশ কি এবং এর উপাদান সমূহ কি, অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ- ১ বাণিজ্যিক ভূগোলের সংজ্ঞা, আওতা এবং বিষয়বস্তু (Definition, Scope and Subject matter of Commercial Geography)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাণিজ্যিক ভূগোল কি তা বলতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতা বা পরিধি কতটুকু তা বলতে পারবেন
- বাণিজ্যিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা (Definition)

বাণিজ্যিক ভূগোল বা Commercial Geography বিষয়টি যাবতীয় বাণিজ্যিক বিষয়াদি এবং এর সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ রয়েছে। আবার এই প্রাকৃতিক প্রভাবের কারণেই কোন অঞ্চলে কোন দ্রব্য অধিক পরিমানে উৎপন্ন হয় এবং অন্য কোন অঞ্চলে দেখা যায় যে ঐসব দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ নেই। আবার কোন অঞ্চলে কোন দ্রব্য স্থানীয় ভাবে উৎপাদনের চেয়ে আমদানী করলে অধিক লাভজনক হয়। অন্য দিকে উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য অন্য অঞ্চলে রপ্তানী করে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ভেতর এর অবস্থানগত এবং সময়গত বৈচিত্র্য, সাদৃশ্য, বৈপরীত্য, আন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি বিদ্যমান রয়েছে। বাণিজ্যিক ভূগোল এসব কিছু নিয়েই আলোচনা এবং বিশ্লেষন করে থাকে।

তাই বাণিজ্যিক ভূগোলের সংজ্ঞায় বলা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বিকাশ ও বিবর্তন এবং প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে এর কার্যকরন সম্পর্কের বিচার বিশ্লেষন এবং পর্যালোচনাকেই বাণিজ্যিক ভূগোল বলে।

কয়েকজন ভূগোলবিদ প্রদত্ত বাণিজ্যিক ভূগোলের সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করা হলো।

Prof. Miller এর মতে, "Econimic Geography is the study of man's economic activities and their relations to physical environment"

অর্থাৎ "মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং তাদের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক আলোচনা করার নামই অর্থনৈতিক ভূগোল।" - অধ্যাপক মিলার।

J. Mac Farlane এর মতে, "Economic Geography is a study of influence exerted on the economic activities of man by his physical environment."

অর্থাৎ "যে শাস্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর নৈস্বর্গিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে অর্থনৈতিক (বাণিজ্যিক) ভূগোল বলে।"

Das Gupta (দাশ গুপ্তা) বলেন "Economic Geography shows how the economic activites of man, in so far as they relate to production, transport & distribution of commodities and settlement of lands are influenc by his environment."

(অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, বন্টন ও পরিবহনের মত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং ভূমির অবস্থান কিভাবে এর পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা অর্থনৈতিক (বা বাণিজ্যিক) ভূগোল আলোচনা করে।")

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বৃহত্তর ভূগোল পরিবারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল শাখা হিসেবে বাণিজ্যিক ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাপ্ত সম্পদাদির বর্ণনা, এগুলোর উৎপাদন, বন্টন ও ব্যবহার প্রক্রিয়া এবং এসব কার্যাবলীর ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব ও এর কারণ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করে থাকে।

বিঃদ্রঃ মনীষীদের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভূগোলকে অর্থনৈতিক ভূগোলের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয় এক এবং অভিন্ন।

বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতা (Scope of Commercial Geography)

সাধারণত কোন বিষয়ের কার্যক্ষেত্রের বিস্তৃতিকে এর আওতা বা পরিধি বলা হয়। বাণিজ্যিক ভূগোলের সংজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মূলত মানুষ, পরিবেশ ও মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী - এ তিনটিকে নিয়ে বাণিজ্যিক ভূগোলের কার্যক্ষেত্র রচিত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রই হচ্ছে বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতা। নিচে বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতা বা ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১। মানুষ

মানুষ এবং তার ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র করেই বাণিজ্যিক ভূগোল গড়ে উঠেছে। মানুষ তার জীবিকা নির্বাহের তাগিদেই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, খনিজ সম্পদ বা মৎস আহরণ, পরিবহন, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে রয়েছে। বাণিজ্যিক ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অতীত ও বর্তমান জীবন প্রনালী সম্পর্কে আলোচনা করে। এজন্য মানুষের জন্ম, তার জীবন প্রণালী, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম, শিক্ষা, উপজীবিকা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিল্প, সংস্কৃতি, আচার-আচরন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাভুক্ত।

২। পরিবেশ

মানুষের চারপাশে যা কিছু অবস্থিত তাই হচ্ছে তার পরিবেশ। পরিবেশের বিভিন্নতার কারনে মানুষের কার্যাবলী ও জীবনযাত্রা বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই পরিবেশ ও পরিবেশের সাথে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক আলোচনা করাও বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাভুক্ত। মানুষের আশেপাশের পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. প্রাকৃতিক পরিবেশ;
২. অপ্রাকৃতিক পরিবেশ।

২.১. প্রাকৃতিক পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতি কর্তৃক আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়। কোন দেশের ভূ-প্রকৃতি -এর ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, মৃত্তিকা, উদ্ভিজ্জ, খনিজ সম্পদ, জীবজন্তু, মৎস সম্পদ, উপকূল রেখা প্রভৃতি উপাদানের উপর নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক পরিবেশের যেসব উপাদান মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে তাদের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

২.১.১. ভূ-প্রকৃতি

পৃথিবীর সব অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি একধরনের হয় না। ভূ-প্রকৃতির এই বিভিন্নতার কারনে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যেও পার্থক্য হয়ে থাকে। এজন্য বাণিজ্যিক ভূগোল বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করে।

২.১.২. জলবায়ু

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর বৈশিষ্ট কি এবং মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর জলবায়ুর প্রভাব কি তা আলোচনা করা বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাভুক্ত।

২.১.৩. মৃত্তিকা

বাণিজ্যিক ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকার প্রকারভেদ, -এর গঠন প্রকৃতি, উপাদান, উৎপাদন ক্ষমতা, -এর ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে এবং মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর মাটির প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করে থাকে।

২.১.৪. উদ্ভিজ্জ

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিজ্জের উপকারিতা, শ্রেণীবিভাগ, ব্যবহার, বনজ সম্পদ, বিভিন্ন বনভূমির আয়তন ও বিস্তার, তৃনভূমি ইত্যাদির বর্ণনা ও ব্যবহার আলোচনা বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাভুক্ত।

২.১.৫. খনিজ সম্পদ

পৃথিবীর প্রাপ্ত ও সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের বিস্তারিত বর্ণনা করা বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাভুক্ত। পৃথিবীর কোন অঞ্চল কোন কোন ধরনের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, -এর মজুদ পরিমান, উত্তোলন, ব্যবহার, আঞ্চলিক ও বিশ্ব বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা বাণিজ্যিক ভূগোল এর কাজ।

২.১.৬. মৎস সম্পদ

পৃথিবীর বিভিন্ন মৎস ক্ষেত্রের অবস্থান, এদের গড়ে ওঠার কারন, মৎস আহরনের পরিমাণ, এদের সংরক্ষন, ব্যবহার, বন্টন ইত্যাদি আলোচনা করা বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাভুক্ত।

২.১.৭. জীবজন্তু

বাণিজ্যিক ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জীবজন্তু এদের আচার-আচরণ, প্রতিপালন ও সংরক্ষন, এদের অর্থনৈতিক ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

২.২. অপ্রাকৃতিক পরিবেশ

অপ্রাকৃতিক পরিবেশ সাধারণত মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে থাকে। অপ্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে সাধারণত জাতি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রভৃতিকে বুঝায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের মত অপ্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সমূহও মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই এসবের আলোচনাও বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাধীন।

৩. মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী

মানুষের অতীত ও বর্তমান অর্থনৈতিক কার্যাবলীর আলোচনা করা বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাভুক্ত। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীও পরিবর্তিত হচ্ছে। অতীত কালে মানুষ বন হতে ফল-মূল সংগ্রহ করে পশু বা মৎস শিকার করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। বর্তমান কালের আধুনিক যুগে মানুষ কৃষি, শিল্প, পরিবহন, যোগযোগ,

ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত থাকে। আর এগুলো নিয়েই বাণিজ্যিক ভূগোলের প্রধান ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। বাণিজ্যিক ভূগোলের এ ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

৩.১. কৃষি
কৃষি কাজের মাধ্যমে ভূমি চাষ করে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন করা হয়। এই উৎপাদিত ফসল মানুষের খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এজন্য বাণিজ্যিক ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি ও কৃষিজ উৎপাদন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করে।

৩.২. শিল্প
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার কারন, উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য, শিল্পের স্থানীয়করণ, শিল্প পণ্যের বাজার, শ্রমিক সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করাও বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাভুক্ত।

৩.৩. ব্যবসায় বাণিজ্য
পণ্যের অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য, বাণিজ্য পথ, বাণিজ্য কেন্দ্র, পশ্চাদভূমি, ব্যবসায় বাণিজ্যের পরিমান, পণ্যের উৎপাদন ও বন্টন, আমদানী-রপ্তানী ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বাণিজ্যিক ভূগোলের আওতাভুক্ত।

৩.৪. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পারস্পারিক পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে পরিবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের স্থল, নৌ ও আকাশ পথে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে। এছাড়া উন্নত ও অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার কারণ এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করাও এর আওতাভুক্ত।

বাণিজ্যিক ভূগোলের বিষয়বস্তু (Subject matter of Commercial Geography)
মানুষ তার অভাব ও চাহিদা পূরন তথা জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থাকে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এসব মানুষ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে। মানুষের এসব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বর্ণনা এবং পরিবেশ দ্বারা এগুলো কিভাবে প্রভাবিত হয়, অপরদিকে মানুষও এর ওপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কটা নির্ণয় করাই বাণিজ্যিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু।

নিম্নে বাণিজ্যিক ভূগোলের বিষয়বস্তুর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১. মানুষ ও তার উপজীবিকা
বাণিজ্যিক ভূগোলের অন্যতম বিষয়বস্তু হলো মানুষ, মানুষের চাহিদা এবং তাদের উপজীবিকা। কারন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের চাহিদা ও উপজীবিকা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আর এই উপজীবিকার মাধ্যমে মানুষ কিভাবে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে তা বাণিজ্যিক ভূগোল থেকে জানা যায়।

২. আর্থিক সম্পদ
মানুষ প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ ও আহরন করে থাকে। বাণিজ্যিক ভূগোল এসব আর্থিক সম্পদের বর্ণনা প্রদান করে। এর ফলে আমরা বিশ্বের কোন্ অঞ্চলে কোন্ সম্পদ পাওয়া যায় বা উৎপন্ন হয়, সম্পদের প্রাপ্তির কারন, সম্পদ সংগ্রহের পরিমান এদের অর্থনৈতিক ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারি।

৩. পরিবেশ
বাণিজ্যিক ভূগোলের অন্যতম বিষয়বস্তু হলো বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা প্রদান করা এবং মানুষের কার্যাবলী ও জীবিকা পরিবেশ দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয় এবং মানুষইবা কিভাবে নিজেদের প্রয়োজনে পরিবেশকে আয়ত্তে আনছে এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষন প্রদান করা।

৪. ব্যবসায় বাণিজ্য
ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়াদির তথ্যানুসন্ধান, এর কারণ নির্দেশ, অবস্থান, বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা ইত্যাদির আলোচনা বাণিজ্যিক ভূগোলের বিষয়বস্তু। ফলে বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি সম্পর্কে

একটি সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায় এবং এক দেশ হতে অন্য দেশে কি ধরনের উৎপাদিত দ্রব্যের আদান প্রদান হতে পারে, কি ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়।

৫. উৎপাদন

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা বাণিজ্যিক ভূগোলের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এজন্য বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকার পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের কারণ, ভৌগোলিক অবস্থা, উৎপাদনের পরিমান, এদের বন্টন ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

৬. উৎপাদনের উপাদানসমূহের সমন্বয়

উৎপাদনের উপাদানসমূহ কোন বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত না থেকে এগুলো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকে। এই উপাদানগুলোর ভেতর সমন্বয় সাধন করে কিভাবে উৎপাদন কাজে নিয়োগ করা যায় তার আলোচনা বাণিজ্যিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

৭. বিভিন্ন যুগে অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র

সময়ের কালক্রমে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাব পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ যুগ পরম্পরায় পরিবেশের দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কিরূপ প্রভাবিত হবে তার ধারাবাহিক চিত্র প্রদান করাও বাণিজ্যিক ভূগোলের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

৮. অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের বিশ্লেষন

বাণিজ্যিক ভূগোল থেকে পৃথিবীর কোন্ দেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন্ স্তরে আছে তার তুলনামূলক চিত্র এবং বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের ভেতর অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের কারণসমূহ জানা যায়।

৯. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

প্রায় সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন দেশের পরিবহন ও যোগযোগ ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রসারকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বাণিজ্যিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

এছাড়াও শিল্প কেন্দ্র, বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর, পশ্চাদভূমি ইত্যাদিও বাণিজ্যিক ভূগোলের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত।

পাঠসংক্ষেপ

- বাণিজ্যিক ভূগোল বা Commercial Geography বিষয়টি মানুষের যাবতীয় বাণিজ্যিক বিষয়াদি এবং এর সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।
- কোন কোন মনীষী বাণিজ্যিক ভূগোলকে অর্থনৈতিক ভূগোল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
- সাধারনত মানুষ, পরিবেশ ও মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী এই তিনটিকে নিয়ে বাণিজ্যিক ভূগোলের কার্যক্ষেত্র রচিত হয়েছে।
- মানুষের আশেপাশের পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ; (২) অপ্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ।
- ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, উদ্ভিজ্জ, কৃষিজ, খনিজ সম্পদ, মৎস সম্পদ, জীবজন্তু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত।
- অপ্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে সাধারণত জাতি, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইত্যাদিকে বুঝায়।
- কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত।
- মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বর্ণনা এবং পরিবেশ দ্বারা এগুলো কিভাবে প্রভাবিত হয়, অপরদিকে মানুষও এসব কার্যাবলীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে এগুলোই বাণিজ্যিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু।
- মানুষ ও তার উপজীবিকা, আর্থিক সম্পদ, পরিবেশ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন ও এর উপাদানসমূহ, বিভিন্ন সময়ের বা যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র, অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যের কারণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বাণিজ্যিক ভূগোলের বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাণিজ্যিক ভূগোল আলোচনা করে
ক. মানুষের বাণিজ্যিক বিষয়াদি খ. পরিবেশ
গ. বাণিজ্যিক বিষয়াদির সাথে পরিবেশের সম্পর্ক ঘ. উপরোক্ত সবগুলো

২। মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং তাদের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক আলোচনা করার নামই অর্থনৈতিক (বাণিজ্যিক) ভূগোল -এই সংজ্ঞা কে দিয়েছেন?
ক. অধ্যাপক মিলার খ. জে. এম. ফারল্যান
গ. দাশ গুপ্তা ঘ. উপরের কেউ-নয়

৩। বাণিজ্যিক ভূগোলের কার্যক্ষেত্র রচিত হয়েছে
ক. মানুষকে নিয়ে খ. পরিবেশকে নিয়ে
গ. মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিয়ে ঘ. উপরের সব কয়টি নিয়ে

৪। পরিবেশকে সাধারণত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. তিন ভাগে খ. চার ভাগে
গ. দুই ভাগে ঘ. এক ভাগে

৫। ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, উদ্ভিজ্জ, মৎস সম্পদ, জীবজন্তু ইত্যাদি কিসের অন্তর্ভূক্ত?
ক. সামাজিক পরিবেশের খ. প্রাকৃতিক পরিবেশের
গ. অপ্রাকৃতিক পরিবেশের ঘ. কৃত্রিম পরিবেশের

৬। নিচের কোন্‌টি অপ্রাকৃতিক পরিবেশের আওতাভূক্ত?
ক. জাতি খ. ভূ-প্রকৃতি
গ. মৃত্তিকা ঘ. জলবায়ু

৭। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অন্তর্ভূক্ত
ক. কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য খ. জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র ব্যবস্থা
গ. ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু ঘ. উপরের সব কয়টিই

পাঠ- ২ বাণিজ্যিক ভূগোলের গুরুত্ব এবং অর্থনীতির সাথে এর সম্পর্ক
(Importance of Commercial Geography and its Relations with Economics)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের কি গুরুত্ব রয়েছে তা বলতে পারবেন
- অর্থনীতির সাথে বাণিজ্যিক ভূগোলের সম্পর্ক কি সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন

বিষয়বস্তু

বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের গুরুত্ব (Importance)

মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও জীবিকা অর্জনের সাথে বাণিজ্যিক ভূগোলের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এটি একটি গতিশীল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বিষয়। বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা কি ধরনের এবং এই সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে কিভাবে মানুষের কল্যান সাধন হতে পারে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। তাই সমাজের সকল স্তরের মানুষ অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে কারবারী বা ব্যবসায়ী, পরিকল্পনাবিদ, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, সরকার পর্যন্ত সকলের জন্যই বাণিজ্যিক ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. জ্ঞানের ক্ষেত্র

জ্ঞান চর্চা ও সভ্যতার দিক থেকে প্রাচীন ও বর্তমান যুগের মানুষের ভেতর যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান যুগে মানুষ কেবল তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরন নিয়েই সন্তুষ্ট নয়। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এবং এই জ্ঞানকে ব্যবহার করে তাদের চাহিদা মেটানোর ইচ্ছাও প্রবল রয়েছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভূগোল জ্ঞান পিপাসুদের জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

২. অভিজ্ঞতা অর্জন

বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের উন্নতি ও অবনতির কারন সম্পর্কে জানা যায়। এভাবে অন্য অঞ্চলের মানুষের উন্নতির পন্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জীবযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

৩. পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ

বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর পরিবেশের প্রভাব, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। ফলে পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়।

৪. সম্পদের কাম্য ব্যবহার

বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠ করে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, এদের উৎপত্তি, বন্টন ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। এমনিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন সম্পদের কাম্য ব্যবহার করে কিভাবে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাচ্ছে সে সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করা এবং বাস্তবে এর প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

৫. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

একটি দেশের অর্থনীতির জন্য যথার্থ ও কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য অর্থনীতিবিদগণের নিকট বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠ করে তারা দেশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কেও যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারেন।

৬. পণ্য উৎপাদনের বিভিন্নতা

দেশ ভেদে পরিবেশের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর সকল দেশে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। বাণিজ্যিক ভূগোল থেকে বিভিন্ন পন্যের সমৃদ্ধ অঞ্চল ও ঘাটতি অঞ্চল সম্পর্কে জানা যায় এবং কিভাবে এ অঞ্চলগুলোর ভেতর বাণিজ্য সম্পাদিত হয় সে সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়।

৭. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্ত রীণ নৌ ও সমুদ্র পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য বন্দর স্থাপন, স্থান নির্বাচন, এছাড়া সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বাণিজ্যিক ভূগোলের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ।

৮. উন্নতি ও অবনতি

পৃথিভীর সব অঞ্চল বা দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমানভাবে উন্নত নয়। পৃথিবীর কোন দেশ কতখানি উন্নত হয়েছে বা পিছিয়ে রয়েছে এবং এই উন্নতি বা অবনতির কারন কি তা বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠ করে জানা যায়।

৯. শিল্প

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে নানা ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। অঞ্চলভেদে শিল্পের উন্নতি ও অনুন্নতি সম্পর্কে বাণিজ্যিক ভূগোল আলোচনা করে থাকে। অর্থাৎ অনুকূল জলবায়ু, প্রয়োজনীয় বাজার ও পরিবহন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ শক্তি, শিল্প সহায়ক জনশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা বাণিজ্যিক ভূগোল থেকে জানা যায়।

১০. বাণিজ্যিক জ্ঞান লাভ

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জ্ঞান আমরা বাণিজ্যিক ভূগোল থেকে অর্জন করতে পারি। পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে কোন্ পণ্য উদ্বৃত্ত থাকে, কোন্ জিনিসের ঘাটতি রয়েছে এবং কোথায় কোন পন্যের চাহিদা তথা বাজার রয়েছে তা বাণিজ্যিক ভূগোল থেকে জানা যায়। এমনি ভাবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়।

১১. পাঠ্যক্রম হিসেবে

পাঠ্যক্রম হিসেবে বাণিজ্যিক ভূগোলের জ্ঞানলাভ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারন এটি পাঠে পৃথিবীর স্থলভাগ, জলভাগ, বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পদরাজি, এর উৎপাদন, বন্টন ও ব্যবহার তথা মানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং এই কার্যাবলীর ওপর পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। এমনি ভাবে এই জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীদের একজন পূর্ণ ও পারদর্শী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যবস্থাপক, পরিচালক ইত্যাদি হতে সাহায্য করে।

১২. পরিবর্তিত অবস্থার সাথে পরিচিতি

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা, সম্পদ ও মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে সর্বশেষ ধারনা বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠ করে লাভ করা যায়। এভাবে মানুষ পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে এর সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।

১৩. প্রযুক্তির উন্নয়ন

বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তিগত উন্নতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় এবং নিজ দেশে উক্ত প্রযুক্তিগুলোর উন্নয়ন ও আমদানী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়।

১৪. সরকারকে সাহায্য প্রদান

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভূগোলের জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়াও কোন্ দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করলে দেশের জন্য সুবিধাজনক হবে তাও বাণিজ্যিক ভূগোল থেকে জানা যায়।

অর্থনীতির সাথে বাণিজ্যিক ভূগোলের সম্পর্ক (Relationship between Commercial Geography and Economics)

অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের দু'টি ভিন্ন শাখা। আর এদের উভয়েরই উদ্দেশ্য হলো কিভাবে মানুষের কল্যান সাধন করা যায়। তাই এই বিষয় দু'টো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এখানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতির সাথে বাণিজ্যিক ভূগোলের যে সম্পর্ক রয়েছে তার তুলনামূলক বর্ণনা প্রদান করা হলোঃ

১. মানুষের জীবনের অসীম অভাব পূরনের জন্য বিদ্যমান সীমিত সম্পদের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে যে বিষয় আলোচনা করে তাকে অর্থনীতি বলে।

অপরদিকে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময় সংক্রান্ত যাবতীয় বাণিজ্যিক কার্যাবলী এবং এসব কার্যাবলীর ওপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে যে বিষয় আলোচনা করে তাকে বাণিজ্যিক ভূগোল বলে।

২. অর্থনীতি অর্থ, অর্থের মূল্য, চাহিদা, শ্রম, স্বর্ণ, ব্যাংকিং, কর ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

বাণিজ্যিক ভূগোল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের উৎপাদন, বন্টন, স্থানান্তরিত করণ ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে।

৩. অর্থনীতি মানুষের অর্থ উপার্জন ও ব্যয় সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করে।

অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রাকৃতিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে বাণিজ্যিক ভূগোল আলোচনা করে থাকে।

৪. অর্থনীতির আলোচনা মানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সকল ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত।

বাণিজ্যিক ভূগোলের আলোচনা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত হলেও এটি মূলত: মানুষের কার্যাবলীর ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।

৫. অর্থনীতি মানুষের উপার্জন ব্যবস্থা, আয়-ব্যয় এবং মানুষের সম্পদের ব্যবহার ও প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে পথ নির্দেশ করে। অর্থাৎ এটা Effect to cause এর ভিত্তিতে কাজ করে।

যেসব পরিবেশ মানুষের উপার্জন, আয়-ব্যয় ইত্যাদিকে প্রভাবান্বিত করে বাণিজ্যিক ভূগোল তা পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ আধুনিক বাণিজ্যিক ভূগোল Cause to Effect এর ভিত্তিতে কাজ করে।

৬. অর্থনীতির পর্যালোচনা অনুমানভিত্তিক।

আর বাণিজ্যিক ভূগোল এর পর্যালোচনা প্রাকৃতিক।

৭. অর্থনীতি পণ্যদ্রব্যের সর্বাধিক ব্যবহার ও সুবিধা লাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করে।

বাণিজ্যিক ভূগোল পণ্যদ্রব্যাদির উৎপাদন, বন্টন, পরিবহন, বিনিময় ইত্যাদি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে।

৮. পরিবেশগত তারতম্যের কারনে মানুষের চাহিদা কিভাবে ভিন্নতর হয় অর্থনীতি তার কারন নির্দেশ করে।

পরিবেশগত তারতম্যের কারণে মানুষের উপজীবিকা কিভাবে ভিন্নতর হয় সে বিষয়ে বাণিজ্যিক ভূগোল আলোচনা করে।

৯. প্রত্যেক অর্থনীতিবিদের জন্য বাণিজ্যিক ভূগোল সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যেহেতু বাণিজ্যিক ভূগোল পণ্যের উৎপাদন, বন্টন, পরিবহন এবং এসব কার্যাবলীর উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।

উৎপাদন বন্টন ও পরিবহন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রত্যেক ভূগোলবিদের উক্ত বিষয় সম্পর্কে অর্থনীতি কর্তৃক প্রদত্ত তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকা অবশ্যক।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল একই শাস্ত্র নয় যদিও কেউ কেউ এ দু'টো বিষয়কে স্থুলভাবে একই বলে প্রচার করেছেন। মূলত: এই উভয় বিষয়ের ভেতর একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল এবং পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এজন্য বলা যায় যে, অর্থনীতির সাথে বাণিজ্যিক ভূগোলের যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

পাঠসংক্ষেপ

- পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা কিরূপ এবং এই সম্ভাবনার পূর্ণরূপ সুযোগ গ্রহণ করে কিভাবে মানুষের কল্যান সাধন হতে পারে বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে এ বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান লাভ করা যায়।
- মানুষের পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ, সম্পদের কাম্য ব্যবহার, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, পণ্য উৎপাদনের বিভিন্নতা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতি বা অবনতি, শিল্প ও বাণিজ্যিক জ্ঞানলাভ, প্রযুক্তির উন্নয়ন, পরিবর্তিত অবস্থার সাথে পরিচিতি ইত্যাদি সম্পর্কে সাম্যক ধারনা বাণিজ্যিক ভূগোলের মাধ্যমে পাওয়া যায়।
- বাণিজ্যিক ভূগোল পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে। আর অর্থনীতি মানুষের অসীম অভাব পূরনের জন্য বিদ্যমান সীমিত সম্পদের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করে।
- অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোলের মধ্যে আরও সম্পর্ক হচ্ছে, অর্থনীতি মানুষের অর্থ উপার্জন ও ব্যয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করে। অপরদিকে, অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রাকৃতিক ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে বাণিজ্যিক ভূগোল আলোচনা করে।
- অর্থনীতি অনুমান ভিত্তিক পর্যালোচনা করে, আর বাণিজ্যিক ভূগোল এর পর্যালোচনা হলো প্রাকৃতিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সাথে বাণিজ্যিক ভূগোলের কিরূপ সম্পর্ক রয়েছে?
ক. পরোক্ষ সম্পর্ক খ. প্রত্যক্ষ সম্পর্ক
গ. কোন সম্পর্ক নেই ঘ. কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে

২। কি পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যের সমৃদ্ধ অঞ্চল ও ঘাটতি অঞ্চল সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়?
ক. গানিতিক ভূগোল খ. প্রাকৃতিক ভূগোল
গ. বাণিজ্যিক ভূগোল ঘ. সামাজিক ভূগোল

৩। নিম্নে কাদের জন্য বাণিজ্যিক ভূগোলের জ্ঞানলাভ করা জরুরী?
ক. ছাত্র-শিক্ষক খ. ব্যবসায়ী
গ. সরকারের ঘ. উপরের সবারই

৪। নিম্নের কোন্‌টি বাণিজ্যিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়?
ক. পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন ও বন্টন খ. মানুষের অসীম অভাব
গ. মানুষের আয়-ব্যয় ঘ. অর্থের মূল্য

৫। অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল নিম্নের কোন্‌টির শাখা?
ক. রাষ্ট্র বিজ্ঞানের খ. সমাজ বিজ্ঞানের
গ. ফলিত বিজ্ঞানের ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৬। বাণিজ্যিক ভূগোল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কোন্ দিক নিয়ে আলোচনা করে?
ক. তাত্ত্বিক খ. ব্যবহারিক
গ. প্রাকৃতিক ঘ. প্রাকৃতিক ও ব্যবহারিক

৭। বাণিজ্যিক ভূগোলের পর্যালোচনা-
ক. অনুমান ভিত্তিক খ. যুক্তি প্রমান ভিত্তিক
গ. প্রাকৃতিক ঘ. গবেষনা ভিত্তিক

৮। আধুনিক বাণিজ্যিক ভূগোল নিম্নের কিসের ভিত্তিতে কাজ করে-
ক. Effect to Cause খ. Cause to Effect
গ. Cause to Cause & Effect ঘ. Effect fo Effect

পাঠ- ৩ পরিবেশ ও এর উপাদান (Environment and Its Elements)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পরিবেশ কি তা বলতে পারবেন
- পরিবেশের উপাদানসমূহ কি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

পরিবেশ (Environment)

এই পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র উপাদানসমূহ সম্মিলিতভাবে বিশেষ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থাসমূহ মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকে। মানুষের কর্মকান্ডের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এই পারিপার্শ্বিক জগতকে 'পরিবেশ' বলে।

পরিবেশ শব্দটি বিস্তৃত ও ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবকিছুই এককথায় পরিবেশ। মাথার ওপর বিস্তৃত আকাশ আর পায়ের নীচের মাটি এবং এর মাঝে অবস্থিত যা কিছু আছে সবই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে এই পরিবেশকে আবার ভৌগোলিক পরিবেশও বলা হয়।

সুতরাং পরিবেশ বা ভৌগোলিক পরিবেশ হলো এমন একটি অবস্থা যার মধ্যে মানুষ বাস করে এবং যা মানুষের জীবনযাত্রা তথা স্বাভাবিক কর্মকান্ডকে বিশেষ এবং ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

প্রাচীনকালে মানুষের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এসব উপাদানগুলো ছিল মূলত: প্রাকৃতিক। যেমন- ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, গাছপালা ইত্যাদি। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এসব প্রাকৃতিক উপাদানের সংঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন উপাদান। এসব কিছুও মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই পরিবেশকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ।

খ) অপ্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে জলবায়ু, নদনদী, ভূ-প্রকৃতি, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদিকে বুঝায়।

অপরদিকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জনগন, সরকার ইত্যাদি অপ্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গণ্য হয়।

সহজ ভাবে, পরিবেশ = ভৌগোলিক পরিবেশ = প্রাকৃতিক + অপ্রাকৃতিক পরিবেশ।

পরিবেশের উপাদানসমূহ (Elements of Environment)

ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, নদ-নদী, আয়তন, অবস্থান, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদনসমূহ যেমনিভাবে পরিবেশের উপাদান হিসেবে আমাদের কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে তেমনিভাবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম, সরকার এগুলোর মত মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন উপাদানসমূহও পরিবেশ হিসেবে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। তাই পরিবেশের উপাদানসমূহকে প্রধানত: দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ;

খ) অপ্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ।

চিত্র ১ ঃ মানুষ ও পরিবেশ

এখন আমরা পরিবেশের এসব উপাদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশ হচ্ছে সে সব প্রাকৃতিক উপাদানের সমষ্টি যার উৎপত্তি এবং সৃষ্টি সরাসরি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বা সৃষ্ট এবং এর উপর মানুষের কোন হাত নেই। নিম্নে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদানগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

১. ভূ-প্রকৃতি

মূলতঃ ভূমির অবস্থা বা ধরনই হচ্ছে ভূ-প্রকৃতি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বা অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি মূলতঃ পার্বত্য ভূমি, মালভূমি, সমভূমি, উপত্যকা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের এসব ভূ-প্রকৃতি বিভিন্নভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে থাকে।

২. আয়তন

আয়তন বলতে কোন দেশের রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক সীমারেখাকে বুঝায়। একটি দেশের আয়তন ছোট, বড় বা মাঝারি যে কোন ধরনের হতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান হিসেবে এই আয়তনও মানুষের জীবন যাত্রার উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন- আয়তনে বড় দেশগুলো সম্পদে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রপূর্ণ হয় যা সেদেশের মানুষের জন্য অনেক বেশী সুবিধাজনক।

৩. অবস্থান

কোন্ দেশ পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে অবস্থিত সেটাই হচ্ছে তার ভৌগোলিক অবস্থান। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান চার প্রকারের হতে পারে। যথাঃ

i) দ্বৈপ অবস্থান; যেমন- জাপান, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

ii) উপদ্বীপ অবস্থান; যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ইত্যাদি।

iii) মহাদেশীয় অবস্থান; যেমন- আফগানিস্তান, নেপাল, ভূটান ইত্যাদি।
iv) প্রান্তীয় অবস্থান; যেমন- সুইডেন, চীন ইত্যাদি।

কোন দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং এর উন্নতি এই ভৌগোলিক অবস্থানের উপর অনেক নির্ভরশীল।

৪. জলবায়ু
অবস্থানগত তারতম্যের কারনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ, ঠান্ডা, চরম ভাবাপন্ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায়। জলবায়ুর এই বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের বাসস্থান, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রক্রিয়া, কর্মকুশলতা ইত্যাদির ভেতর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৫. মৃত্তিকা
ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ যেসব উপাদান দিয়ে গঠিত তাকে মৃত্তিকা বা সহজ কথায় মাটি বলে। মৃত্তিকা মূলত: বেলে, এটেল, দো-আঁশ, পলি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। মৃত্তিকার বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে এদের গঠন প্রকৃতি, উর্বরা শক্তি ইত্যাদিও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে যার উপর মানুষের উপজীবিকা নির্ভর করে।

৬. স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ
ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা জন্মে থাকে। এসব গাছপালার সমন্বয়ে বিভিন্ন বনভূমির সৃষ্টি হয় যা পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

৭. খনিজ সম্পদ
পেট্রোলিয়াম, গ্যাস, কয়লা, লোহা ইত্যাদিকে খনিজ সম্পদ বলে। এগুলো হচ্ছে পৃথিবীর শিলাস্তরে অবস্থিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন ধরনের যৌগিক পদার্থ। কোন অঞ্চলে খনিজ সম্পদ ক্ষেত্রের আবিস্কার অতি দ্রুত সেই স্থানের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরন বদলে দিতে পারে।

৮. নদ-নদী ও সাগর
ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর আদি সভ্যতাগুলো নদী অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল। আমরা আরও দেখতে পাই যে, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা থাকার কারনে সাগর বা মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলো ব্যবসায়-বাণিজ্যে অধিক উন্নতি লাভ করেছে। এক্ষেত্রে আমরা বৃটেন ও জাপানের উদাহরন দিতে পারি। তাই বলা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে নদ-নদী ও সাগর ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. উপকূল রেখা
উপকূল রেখা প্রাকৃতিক পরিবেশের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই উপকূল রেখা ভগ্ন বা অভগ্ন উভয় ধরনেরই হতে পারে। ভগ্ন উপকূল রেখা মৎস চাষ, বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

১০. প্রাণী ও প্রাণীজ সম্পদ
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ বিরাজ করায় সেখানে বিভিন্ন জীবজন্তুর আবাসস্থল গড়ে উঠেছে। এসব প্রাণীর জাত, উপজাত, বিচরন ক্ষেত্র, আহার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের। এই প্রাণী ও প্রাণীজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর অনেক মানুষ তাদের জীবিকা অর্জন করছে।

খ) অপ্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ
মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব থেকে মেধাও দক্ষতার বিকাশ, প্রশাসন, ধর্মীয় নীতি, লোকজ সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে তার নিজের উপযোগী অনুকূল সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আর পরিবেশের এই অংশটি যা মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাই হচ্ছে অপ্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ।

জাতি, ধর্ম, সরকার, জনসংখ্যা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হচ্ছে এই মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান।

প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যতম অংশ হিসেবে সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. জাতি

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মানুষ বাস করে। জাতিগত বৈশিষ্ট্য একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই যেসব জাতির লোক পরিশ্রমী, উদ্যমী, বুদ্ধিমান এবং সহিষ্ণু সেসব জাতি তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করতে পারে।

২. ধর্ম

বিভিন্ন ধর্মের নিয়ম ও অনুশাসন বিভিন্ন প্রকার। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের কর্ম জীবনে যেমনি প্রভাব বিস্তার করে তেমনি এর প্রভাবের কারনে অর্থনৈতিক কার্যকলাপও ভিন্নরূপে গড়ে ওঠে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে জীব হত্যা পাপ বলে জৈন ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল বিশেষ করে চীন, জাপান, মায়ানমার (বার্মা) প্রভৃতি দেশে দীর্ঘকাল মৎস ও মাংস শিল্পের প্রসার ঘটেনি।

৩. জনসংখ্যা

ভূ-প্রকৃতি, উর্বরতা, জীবিকার সংস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারনের উপর ভিত্তি করে জনবসতি গড়ে ওঠে। আর একটি দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলী এই জনসংখ্যা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

৪. সরকার

সরকার হলো দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত একটি সংগঠন। কোন দেশের সরকারের কাঠামো -এর স্থিতিশীলতা ও শক্তিমত্তা, সে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য একটি দেশে সৎ, বলিষ্ঠ ও জনপ্রিয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. শিক্ষা

সামাজিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান হিসেবে শিক্ষা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তাই উপযুক্ত ও আধুনিক শিক্ষা উন্নতির সোপান। যে দেশের লোক যত বেশী শিক্ষিত সে দেশ তত উন্নত। উদাহরণ হিসেবে এক্ষেত্রে আমরা জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নাম বলতে পারি।

৬. সংস্কৃতি

মানবিক গুণাবলী বিকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সংস্কৃতিতে অগ্রসর জাতি দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে।

পাঠসংক্ষেপ

- সাধারণভাবে মানুষের চারপাশে যা কিছু আছে সব কিছু নিয়েই পরিবেশ গঠিত।
- বাণিজ্যিক ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশ হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যার মধ্যে মানুষ বাস করে এবং যা মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডকে বিশেষ ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।
- পরিবেশকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- যথা (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ; (২) অপ্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ।
- বাণিজ্যিক ভূগোলের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশকে ভৌগোলিক পরিবেশও বলা হয়।
- ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, জলবায়ু, আয়তন, অবস্থান, উদ্ভিজ্জ, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী ও সাগর, উপকূল রেখা, প্রাণী ও প্রাণীজ সম্পদ ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদান।
- জাতি, ধর্ম, সরকার, জনসংখ্যা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি হচ্ছে সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান।
- পরিবেশ = ভৌগোলিক পরিবেশ = প্রাকৃতিক+সামাজিক পরিবেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ব্যাপক অর্থে পরিবেশ বলতে কি বুঝায়?
ক. ভৌগোলিক পরিবেশ খ. রাজনৈতিক পরিবেশ
গ. অর্থনৈতিক পরিবেশ ঘ. সামাজিক পরিবেশ

২। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর নিম্নের কোন্‌টি প্রভাব বিস্তার করে?
ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ খ. সামাজিক পরিবেশ
গ. ক ও খ ঘ. কোনটিই নয়

৩। নিম্নের কোন্‌টি পরিবেশের প্রধান শ্রেণী বিভাগের আওতায় পড়ে?
ক. অর্থনৈতিক পরিবেশ খ. প্রাকৃতিক পরিবেশ
গ. রাজনৈতিক পরিবেশ ঘ. উপরের সব কয়টি

৪। নিম্নের কোন্‌টি প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান নয়?
ক. মৃত্তিকা খ. জলবায়ু
গ. উপকূল রেখা ঘ. জাতি

৫। নিম্নের কোন্‌টি সামাজিক পরিবেশের উপাদান?
ক. নদ-নদী খ. অবস্থান
গ. জনসংখ্যা ঘ. উদ্ভিজ্জ

৬। কোন্ অঞ্চল বা দেশের ভৌগোলিক অবস্থান কত প্রকার হতে পারে?
ক. তিন প্রকার খ. চার প্রকার
গ. পাঁচ প্রকার ঘ. দুই প্রকার

৭। নিম্নের কোন্‌টি খনিজ সম্পদের অন্তর্ভূক্ত নয়?
ক. গ্যাস খ. পাথর
গ. কয়লা ঘ. ম্যাংগানিজ

৮। দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত সংগঠন হলো-
ক. সরকার খ. বনিক সমিতি
গ. কূটনীতিক ঘ. প্রতিরক্ষা বাহিনী

পাঠ- ৪ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- একটি দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব কি তা বলতে পারবেন
- ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব

মানুষ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করে তাই ভৌগোলিক পরিবেশ। মানুষ এবং পরিবেশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থা বা পরিবেশ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে খুব বেশী প্রভাবিত করে থাকে। ভৌগোলিক পরিবেশের পার্থক্যের দরুন পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী একই প্রকার হয় না। যেমন: কোন দেশ কৃষি কাজে, কোন দেশ শিল্পে, অন্য কোন দেশ মৎস চাষে বা পশু পালনে উন্নত। পরিবেশের তারতম্যের জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভেতর এরূপ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। এজন্যই বলা হয়, কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন প্রণালী একটি আকস্মিক ঘটনা নয় বরং একটি পরিবেশেরই ফল। নিম্নে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব এর অন্যতম দু'টি উপাদানের আলোকে আলোচনা করা হলোঃ

(ক) প্রাকৃতিক অবস্থা/পরিবেশ ও এর প্রভাব

আমাদের চারপার্শ্বে প্রকৃতির দেয়া সব উপাদান মিলে একটি প্রাকৃতিক অবস্থা বা পরিবেশ গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানসমূহ কিভাবে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. ভূ-প্রকৃতি

মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। পার্বত্য ও মালভূমি অপেক্ষা সমভূমি সাধারনত: উর্বর ও পরিবহনযোগ্য থাকে। কাজেই এসব এলাকায় কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থা উভয়েরই উন্নতি ঘটে এবং লোক বসতির ঘনত্ব ও বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে পার্বত্য এলাকায় মানুষ সাধারনত: প্রাকৃতিক সম্পদ আহরন যেমন- বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদ সংগ্রহ, বন্য প্রাণী শিকার এবং প্রতিপালন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মালভূমি এলাকায় মানুষ সাধারণত: খনিজ সম্পদ আহরণ, পশুপালন ইত্যাদি ধরনের কর্মকান্ডে বেশী নিয়োজিত থাকে।

২. ভূ-তত্ত্ব

ভূ-তত্ত্বের গঠন, স্তর বিন্যাস, সঞ্চয়ের সময়কাল ইত্যাদি ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট একটি অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য প্রাপ্তির সুযোগকে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন- ভূতাত্ত্বিক ভাজ (ভঙ্গিল পর্বত) যুক্ত অঞ্চল ভূমিকম্প প্রবন। ভূ-তাত্ত্বিকভাবে প্রাচীন এলাকায় স্বল্প গভীরতায় লৌহ আকরিক সঞ্চিত থাকার সম্ভাবনা বেশী।

৩. ভৌগোলিক অবস্থান

অবস্থানের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষ বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে লিপ্ত থাকে। যেমন- চর্তুদিকে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বৈপ অবস্থানের প্রভাবে ঐ অঞ্চলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করে। উদাহরন: হিসেবে আমরা জাপান ও গ্রেটব্রিটেনের কথা বলতে পারি যারা এরূপ দ্বৈপ অবস্থানের কারনে শিল্প ও বাণিজ্যে অশেষ উন্নতি লাভ করেছে।

চিত্র- ২ ঃ বৃটেনের দ্বৈপ অবস্থান

অপরদিকে চারিদিকে স্থলভাগ বেষ্টিত মহাদেশীয় অবস্থানের কারণে সে সব দেশগুলোকে মূলত: প্রতিবেশী দেশগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করতে হয়। এ কারনে আফগানিস্তান, তিব্বত, বলিভিয়া, নেপাল প্রভৃতি দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্য তুলনামূলকভাবে কম উন্নত।

চিত্র- ৩ ঃ আফগানিস্তানের মহাদেশীয় অবস্থান

৪. নদ-নদী

প্রফেসর দাশ গুপ্তের ভাষায় বলতে হয়, "সম্ভবত: মানব সভ্যতা ও মানুষ্যের অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে নদীর মত আর কোন প্রাকৃতিক উপাদানই এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি।" প্রাচীন ইতিহাস অন্তত: এই সাক্ষ্যই আমাদের দেয়। উদাহরন হিসেবে আমরা বলতে পারি, ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গঙ্গা ও সিন্ধু নদের তীরে, চীনের সভ্যতা হোয়াংহো ও উইগো নদীদ্বয়ের তীরে এবং ব্যাবিলনের সভ্যতা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নদী হতে সেচের মাধ্যমে কৃষিকাজ করে থাকে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, যোগাযোগ, যাতায়াত ব্যবস্থা, কাগজ, পাট ও কার্পাস শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নদী গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

৫. মৃত্তিকা

আমাদের প্রয়োজনীয় ভোগ বা ব্যবহার সামগ্রী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাটি থেকে পেয়ে থাকি। মাটির গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করে কৃষিকার্যের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। কৃষিকার্যের ওপর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি নির্ভর করে। এমনিভাবে আমরা বলতে পারি যে, মাটি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

৬. জলবায়ু

মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর জলবায়ু ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের কৃষিকাজ, যন্ত্র শিল্প, পরিবহণ ব্যবস্থা, বয়ন শিল্প, খাদ্য, বাসস্থান তথা গৃহনির্মাণ, দৈনন্দিন চাহিদা ইত্যাদি কার্যকলাপের ওপর জলবায়ুর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়।

৭. উপকূল রেখা

মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর উপকূল রেখার প্রভাবও কম নয়। ভগ্ন ও বক্র উপকূল রেখার কারণে জাপান ও ইংল্যন্ড এর অধিবাসীরা ব্যবসায়-বাণিজ্য, নৌশিল্প এবং পোতাশ্রয় নির্মানে উন্নতি লাভ করে।

৮. খনিজ সম্পদ

মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে খনিজ সম্পদের প্রভাব অনস্বীকার্য। খনিজ সম্পদ ক্ষেত্রের আবিস্কার খুব দ্রুত একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ বদলে দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলোর শিল্প সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতি খনিজ তেলের ওপর সম্পূর্ণরুপে নির্ভরশীল।

৯. উদ্ভিদ

জলবায়ু ও মৃত্তিকাগত পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। এসব উদ্ভিদ একটি অঞ্চলকে বন্যা, খরা, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। উদ্ভিদের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার শিল্প কারখানার প্রসার ঘটেছে। তাই বলা যায়, মানুষের আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রনে উদ্ভিদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

১০. প্রাণীজ সম্পদ

প্রাণী জগত বিভিন্ন প্রকার খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় ইত্যাদি যোগান দিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে। মাছ, ডিম, মাংস, চামড়া, রেশম, পশম ইত্যাদি প্রাণী জগত থেকে পাওয়া যায়। ডেনমার্ক, হল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ প্রাণীজ সম্পদের ওপর ভিত্তি করে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেছে।

(খ) অপ্রাকৃতিক বা সামাজি পরিবেশ

মানুষের জীবন প্রণালী তথা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশই নয় অপ্রাকৃতিক পরিবেশেরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. জাতি

মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের ওপর জাতিগত বৈশিষ্টের ভূমিকা ব্যাপক। যেসব জাতি পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান এবং যাদের ভেতর শিক্ষার হার বেশী তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে। অপরদিকে অলস ও কর্মবিমুখ জাতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় হিসাবে কাজ করে।

২. ধর্ম

বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও অনুশাসন রয়েছে। এসব ধর্মীয় বিধিনিষেধ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনধারার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকেও প্রভাবিত করে। যেমন- বৌদ্ধ ধর্মে জীবহত্যা মহাপাপ বলে বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল, চীন, জাপান, মায়ানমার (বার্মা) প্রভৃতি দেশে দীর্ঘকাল মৎস ও মাংস শিল্পের প্রসার ঘটেনি।

৩. সরকার

অপ্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশের অন্যতম উপাদান হিসেবে সরকারই একটি দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও শিল্পোন্নতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও পৃষ্ঠপোষকতার নীতি গ্রহনের কারণেই জাপান, ইংল্যান্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশ ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। অন্যদিকে অযোগ্য ও দুর্বল সরকারের কারণে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে বহু প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ঐসব দেশগুলো আজও অনুন্নত রয়ে গিয়েছে।

৪. জনসংখ্যা

মূলত মানব সম্পদ দ্বারাই যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদিত হয়। লোকসংখ্যা কাম্যস্তরে থাকলে দেশের সমস্ত সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় লোকসংখ্যার অভাব দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। এজন্য অষ্ট্রেলিয়ার লোক বসতি কম হওয়ায় সে দেশ চারনভূমিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে জাপান, চীন, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম কারন হচ্ছে পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনসম্পদ।

৫. শিক্ষা

নিরক্ষরতা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এজন্য শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপকতার উপর মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নির্ভরশীল। পৃথিবীর যেসব দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করেছে তাদের প্রত্যেকের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই যে, এসব দেশ শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে।

ব্যবসায় বাণিজ্যের ওপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব

সাধারনত: কোন দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর এর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক অবস্থা বিরাজ করে। অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। অপরদিকে প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এজন্য পণ্যদ্রব্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চল ও ঘাটতি অঞ্চলের মধ্যে সহজেই ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার বহুলাংশেই ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভৌগোলিক পরিবেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

১. ভৌগোলিক অবস্থান

অবস্থানগত তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। যেসব দেশ সমুদ্র থেকে দূরে মহাদেশীয় অবস্থানে অবস্থিত সেসব দেশের সাথে সমুদ্রের সংযোগ না থাকার কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনা। অপরদিকে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত দেশগুলো অতিসহজেই জলপথে দূর-দূরান্তে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনে সক্ষম। একারনে নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। অপরদিকে দ্বৈপ অবস্থানের কারণে দ্বৈপ দেশগুলোর পক্ষে বন্দর নির্মান করা খুবই সহজ হয়। একারনে জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই উন্নতি লাভ করেছে। উপদ্বীপীয় অবস্থানকারী দেশগুলোও ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করে থাকে। এক্ষেত্রে ভারত, মালয়েশিয়া, ইতালি প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য।

২. ভূ-প্রকৃতি

ভূ-প্রকৃতি পার্বত্য, মালভূমি ও সমতল যে কোনটিই হতে পারে। ভূমির বন্ধুরতার কারনে পার্বত্য বা মালভূমি অপেক্ষা সমভূমি অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো সহজ। এ কারনেই সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকাজ, শিল্প ও ব্যবসায় কেন্দ্র, বড় বড় শহর ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। তাই দেখা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভূ-প্রকৃতির প্রভাবও অপরিসীম।

৩. নদ-নদী

স্বল্প খরচে পন্যদ্রব্য সংগ্রহ ও বন্টন করার জন্য নদীপথ অত্যন্ত উপযোগী। পৃথিবীর এমন অনেক দেশ আছে যেখানে সড়ক বা রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ ও কষ্টকর। এসব অঞ্চলে নদী পথই ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। জার্মানী, চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের উন্নতিতে নদ-নদীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নদীমাতৃক বাংলাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে নদীপথের ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪. জলবায়ু

জলবায়ুর পার্থক্যের কারনে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। সে কারনে প্রত্যেকটি ফসলের জন্য উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। ফলে পণ্যদ্রব্য উদ্বৃত্ত এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় প্রেরনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি অঞ্চল ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। তাই দেখা যায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে জলবায়ুর ভূমিকাও কম নয়।

৫. উপকূল রেখা

উপকূল রেখা ভগ্ন ও বক্র হলে সেখানে সহজেই বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মান করা যায়। এ বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়ে উঠলে বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করা সহজ হয়। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ এই অনুকূল উপকূল রেখার কারণেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে।

৬. সমুদ্র থেকে দূরত্ব

সমুদ্রের নিকটবর্তী এলাকাগুলো সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসারের বেশী সুযোগ পায়। অপর দিকে সমুদ্র থেকে দূরবর্তী এলাকাগুলো এধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সেখানে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কম প্রসার ঘটে।

৭. মৃত্তিকা

মৃত্তিকার প্রকৃতি ও উর্বরতার ওপর ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারতা নির্ভর করে। বাংলাদেশের দো-আঁশ মাটিতে উন্নতমানের পাট প্রচুর পরিমানে জন্মে বলে এই পাট বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মাটি উর্বর বলে এই দেশ গম, তুলা, তামাক প্রভৃতি রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষস্থান অধীকার করেছে।

৮. বনজ সম্পদ

বনভূমি কাষ্ঠ শিল্পের উৎকৃষ্ট উৎসস্থল। এই কাঠ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ হয়ে থাকে। এভাবে বনভূমি বিভিন্ন বাণিজ্যিক পন্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় ব্রাজিল, সুইডেন, কানাডা প্রভৃতি দেশ কাঠের ব্যবসায়ে বেশ উন্নতি লাভ করেছে।

৯. প্রাণিজ সম্পদ

জলজ প্রাণী হিসেবে মাছ বিশ্ব বাজারের অন্যতম বাণিজ্যিক পণ্য। সামুদ্রিক মৎস চারন ক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থিত জাপান, সুইডেন, ফিনল্যন্ড, নরওয়ে, কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশ মৎসজাত সামগ্রী রপ্তানীর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এছাড়াও প্রাণীজ সম্পদে সমৃদ্ধ অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশ মাংস, চামড়া, পশম ইত্যাদির জন্য ব্যাপকভাবে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, শুকর ইত্যাদি প্রতিপালন করছে।

১০. খনিজ সম্পদ

খনিজ-সম্পদের উপর ভিত্তি করে অনেক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। আর এসব শিল্প কারখানা ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পেট্রোলিয়াম, কয়লা, গ্যাস, লৌহ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও রপ্তানী করে উপরন্তু এসব খনিজ দ্রব্যের ওপর ভিত্তি করে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে।

(খ) সামাজিক পরিবেশের প্রভাব

ভৌগোলিক অবস্থা বা পরিবেশের সামাজিক উপাদানসমূহ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এব্যাপারে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. জাতি

সৎ, কর্মঠ, উদ্দমশীল, মেধাবী ও দক্ষতা সম্পন্ন জাতি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরন হিসেবে জার্মান, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের কথা বলা যেতে পারে।

২. জনসংখ্যা

যেকোন এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনসংখ্যা উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও উৎপাদিত পণ্যের বন্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অপর দিকে জনসংখ্যা বেশী হলে অভ্যন্তরীন চাহিদাও সে অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে স্থানীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারনের সুযোগ ঘটে। জনসংখ্যা কম হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়ার আমদানী বাণিজ্যের চেয়ে রপ্তানী বাণিজ্য যেমনিভাবে অধিক প্রসারলাভ করেছে তেমনি এশিয়া অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. ধর্ম

ধর্ম কোন এলাকায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিতে প্রভাব বিস্তার করে। মদ ও শূকর হারাম বলে এর ব্যবসা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় গড়ে উঠেনি। অন্যদিকে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে এসবের ব্যবসা ব্যপকভাবে দেখা যায়। ধর্মীয় অনুভূতির কারনেই বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যুষিত এলাকায় মাংস ও চামড়ার ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়নি।

৪. শিক্ষা

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি শিক্ষা-দীক্ষার উপরও নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি এবং শিক্ষা ও গবেষনার প্রসার ও ব্যাপক চর্চার কারনে রাশিয়া, চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছে।

৫. প্রশাসন

প্রশাসনের অনুকূল মনোভাব ও সহযোগীতা অথবা বিধি-নিষেধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রশাসন বা সরকারের সংরক্ষনধর্মী বাণিজ্যনীতি আমদানী বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করে এবং অভ্যন্তরীন উৎপাদন ও বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে।

৬. লোক সংস্কৃতি

পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই মানুষের পোষাক এবং কিছু কিছু ব্যাবহারিক উপকরনে সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে। এসব সংস্কৃতি নির্ভর পোষাক ও ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসার প্রসার ঘটেছে।

পাঠসংক্ষেপ

- মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এই পরিবেশ বা ভৌগোলিক অবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে খুব বেশী প্রভাবিত করে।
- পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশে বিভিন্ন রকম ভৌগোলিক অবস্থা বিরাজ করে। আবার একই অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ভৌগোলিক অবস্থা দেখা যায়।
- ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে যেমনিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তেমনি এটা কোন অঞ্চল বা দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপরও ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।
- মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব দু'ভাবে হতে পারে (১) প্রাকৃতিক অবস্থা বা পরিবেশের প্রভাব, (২) অপ্রাকৃতিক বা সামাজিক অবস্থার প্রভাব।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের যেসব উপাদান মানুষের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো - ভূ-প্রকৃতি, ভূ-তত্ত্ব, নদ-নদী, ভৌগোলিক অবস্থান, মৃত্তিকা, জলবায়ু, উপকূল রেখা, উদ্ভিজ্জ, খনিজ সম্পদ, প্রাণীজ সম্পদ ইত্যাদি।
- অপ্রাকৃতিক বা সামাজিক পরিবেশের যেসব উপাদান অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে সেগুলো

হলো - জাতি, ধর্ম, সরকার, জনসংখ্যা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে কিরুপ সম্পর্ক রয়েছে?
ক. নিবিড় সম্পর্ক খ. প্রতিকূল সম্পর্ক
গ. সামান্য সম্পর্ক ঘ. কোন সম্পর্ক নেই

২। ভৌগোলিক অবস্থার পার্থক্যের জন্য নিম্নের কোন্‌টির ভেতর পার্থক্য দেখা দেয়?
ক. ব্যবসায়-বাণিজ্য খ. অর্থনৈতিক কার্যাবলী
গ. সরকার ব্যবস্থা ঘ. ক ও খ

৩। কোন দেশের কৃষি ব্যবস্থা, শিল্প, মৎস চাষ, পশু পালন ইত্যাদির তারতম্য কোন্ জিনিসের উপর বেশী নির্ভর করে?
ক. ভৌগোলিক পরিবেশ খ. জনসংখ্যা
গ. সংস্কৃতি ঘ. ধর্ম

৪। নিম্নের কোন্ প্রাকৃতিক উপাদান অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে-
ক. জনসংখ্যা খ. শিক্ষা
গ. জলবায়ু ঘ. জাতি

৫। কোনটি সামাজিক পরিবেশের উপাদান হিসেবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে-
ক. মৃত্তিকা খ. সরকার
গ. নদ-নদী ঘ. উদ্ভিজ্জ

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

১. ঘ ২. ক ৩. ঘ ৪. গ ৫. খ ৬. ক ৭. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক ৫. খ ৬. ঘ ৭. গ ৮. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

১. ক ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. গ ৬. খ ৭. খ ৮. ক

পাঠোত্তর মূল্যালয়ন- ১.৪

১. ক ২. ঘ ৩. ক ৪. গ ৫. খ

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ভূগোলের সংজ্ঞা দিন। এর আওতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২. বাণিজ্যিক ভূগোলের বিষয়বস্তু বর্ণনা করুন।
৩. বাণিজ্যিক ভূগোল পাঠের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৪. অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোলের মধ্যেকার সম্পর্ক বর্ণনা করুন?
৫. পরিবেশ কাকে বলে? পরিবেশের উপাদান সমূহ কি কি?
৬. মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী কিভাবে ভৌগোলিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয় তা বর্ণনা করুন।
৭. ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করুন।